স্বাধীনতার পর জনগণ আশা করেছিল সঠিক নেতৃত্বের হাতে দেশ একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে যাবে। বাস্তবে তা ঘটেনি। গত দু'দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি কোনো না কোনো সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। যে প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত। সামরিক শাসক-একনায়করা তাদের ক্ষমতার বৈধতার জন্য পণ্যের মতো অন্য দলের নেতাদের নিজের দলে ভিড়িয়েছেন। দলবদল করার ফলে ঐ নেতা একদিকে অর্থ বৈভবের মালিক হয়েছেন। ক্ষমতা পেয়েছেন, অন্যদিকে প্রতারিত হয়েছে জনগণ।

জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে অন্য দলের নেতাদের নিজের দলে ভেড়ানোকে একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসেন। বলেছিলেন ' আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'। রাজনীতিবিদদের করেছিলেন পণ্য। জেনারেলের ইচ্ছেমত কেনাবেচা হয়েছেন রাজনীতিবিদরা। এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর অর্থ ক্ষমতার বিনিময়ে দলবদল একটি কালচারে পরিণত হয়। যার সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে বর্তমান সরকার বিএনপি'র দু'জন সাংসদকে তাদের দলে ভেড়ায়। ফলে যারা দেশকে, জনগণকে ভালোবেসে রাজনীতিতে আসতে চাইছিলেন তারা রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়েন। রাজনীতি গিয়ে পড়ে ঋণখেলাপি সন্ত্রাসী দুর্বৃত্তদের হাতে। কালোটাকা আর অবৈধ ক্ষমতার প্রবাহে জনগণ গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে একনায়কতন্ত্রের স্বাদ নেয়।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় কিছু মানুষ ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় এসেছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহে এইসব রাজনীতিকরা দল ও জনগণের কথা বিবেচনা না করে দলবদল করেছে। ক্ষমতার কাছেই থেকেছে। রাজনীতিতে এই অসুস্থ প্রক্রিয়ার সম্মুখীন যে দেশের জনগণ হয়েছে তারাই কেবল বুঝেছে দুর্বৃত্তপরায়ণ রাজনীতিকরা দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য কতোটা হুমকি।

মানুষ সামরিক শাসনের বিরোধী। তারা আর কোনো স্বৈরাচার চায় না। তারা চায় রাজনীতিবিদরাই নেতৃত্ব দিক। কিন্তু রাজনীতিবিদ নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারছেন না। মানুষ আর এখন শ্রদ্ধা করতে পারছেন না রাজনীতিবিদদের। বাংলাদেশের আজকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী রাজনীতিবিদরাই। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার দায়িত্ব রাজনীতিবিদেরই। কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

প্রচ্ছদ : কোলাজ কার্টুন